Times Today BD

স্পোর্টস ডেস্ক | খেলা | 24 June, 2025

রীরে ট্যাটু না করানো ফুটবলার এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন।লিওনেল মেসিও এর ব্যতিক্রম নন। ৩৮তম জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক মেসির ট্যাটুসমূহের নেপথ্য গল্প:

পরিবারই প্রথম:

মা সেলিয়া কুচিত্তিনি – বাঁ কাঁধের পেছনে প্রতিকৃতি (প্রথম ট্যাটু, ২০১১)

সন্তান থিয়াগো – পায়ের পেছনে দুটি হাত, হৃদয় ও নাম

মাতেও ও সিরো – হাত ও পায়ে জন্মতারিখ ও নাম

স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো – চোখের ট্যাটু, ঠোঁটের ছাপ, রাজার মুকুট (যৌথ ট্যাটু)

দর্শন ও জীবনবোধ:

পদ্মফুল – ডান হাত, প্রতিকূলতা জয় ও পুনর্জন্মের প্রতীক

যিশুর মুখাবয়ব – ধর্মবিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা

‘রোজ উইন্ডো’ – বার্সেলোনার গির্জা সাগরাদা ফ্যামিলিয়ার অনুপ্রেরণা

ঘড়ির ট্যাটু ও যন্ত্রাংশ – সময়ের গুরুত্ব স্মরণে ফুটবল ও ক্যারিয়ার:

ফুটবলের ট্যাটু – খেলাটির প্রতি ভালোবাসার প্রতীক

‘১০’ নম্বর – জাতীয় ও ক্লাব দলের জার্সি নম্বর

বার্সেলোনার লোগো – ভালোবাসার ক্লাব

‘ফাইভ অব কাপস’ – কাতার বিশ্বকাপ পরবর্তী স্মারক, যার রয়েছে গভীর প্রতীকী অর্থ

বাঁ পায়ের রহস্যময় রূপান্তর:

এক সময় ছিল তলোয়ার, ডানা, গোলাপের ট্যাটু

পরে ঢেকে দিয়ে নতুনভাবে সাজানো—শুধু রেখেছেন থিয়াগোর নাম ও হাত, এবং ‘১০’

বিশেষ বার্তা:

“মেসির শরীর যেন হয়ে উঠেছে জীবনের চিত্রপট—যেখানে ফুটে উঠেছে ভালোবাসা, বিশ্বাস, আত্মত্যাগ আর বিজয়ের গল্প।”

লিওনেল মেসি জন্মদিন ট্যাটু

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 19:50

URL: https://www.timestodaybd.com/sports/3625322989